সিন্ধু-সরিৎ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ মৈত্র

এম্, এম্, রায়চৌধুরী এণ্ড কোং
কলেজষ্ট্রীট্ মার্কেট, কলিকাতা

প্রকাশক :—
শ্রীনলিনীমোহন রায়চৌধুরী বি, এ
এন্, এম্, রায়চৌধুরী এণ্ড কোং
২৪নং (দোতালা) কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা

১১ই অগ্রহায়ণ ১৩২৮

প্রিণ্টার :—
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মান্না
বেঙ্গল প্রেস
২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

উৎসর্গ

শ্রীমুরারি মোহন বসু

শ্রীননীগোপাল বাগ্‌চী

বন্ধুবরেষু।

সূচী

সিন্ধু-সরিৎ

অভয় মন্ত্র

লহ লহ লহ !
অভয়ের মন্ত্রদীক্ষা লহ !
দিবসের কর্ম্মে তোর সারা দিনমান
যতেক সংশয় ভয় ছায়ার সমান
অনুক্ষণ চলে পিছে পিছে
যাক্, আজি যাক্ তাহা ঘুচে !
লহ লহ লহ !
অভয়ের মন্ত্রদীক্ষা লহ !
ঘৃণা, লাজ, ভয়
নিমেষে হইবে সব ক্ষয়।
এ মন্ত্র জপিতে হবে সর্ব্বক্ষণ ধরি,
এ মন্ত্রে জীবন তরে নিতে হবে বরি ;
এ মন্ত্র আশ্রয়
জীবনের কর্ম্মপথে ছুটে যাবি নাহি কোন ভয়!

ঘৃণা, লাজ, ভয় !
কার ঘৃণা ? কিসে লাজ ? কারে তোর ভয় ?
তুচ্ছ হ'তে তুচ্ছতম ভয় করি তারে
অপমান করিস্‌না তাঁরে,
অন্তরে তুহার যিনি সর্ব্বক্ষণ ধরি
জাগিছেন অভয় বিতরি।

তাঁরি বল বুকে নিয়ে সত্য পথে ছুটে যেতে হবে,
মহাবীর ! কে তোরে রোধিবে ?
রোধিবে ঝঞ্ঝার বেগ ক্ষুদ্র পঙ্গপাল !
শুষ্ক তৃণরাশির জঞ্জাল !
বিদ্যুতে করিবে রোধ চাতকের পাখা !
শীর্ণপর্ণ আবরিবে যজ্ঞানল শিখা !

দীক্ষিত অভয় মন্ত্রে চলেছ নির্ভীক,
মহাসত্যে স্থিরমতি সত্যপথে হে বীর পথিক !
'তদেক শরণ'
শঙ্কা নাহি আসিলে মরণ !
তাঁরে ছাড়া আর
হে বন্ধু, এ বিশ্বে কারে ভয় করিবার
নাহি, নাহি তোর অধিকার !

হে অভয় মন্ত্র আজ জাগো !
ভারতের প্রাণে প্রাণে জাগো !
ভারতের গৃহে গৃহে বুকে বুকে লভ যজ্ঞবেদী,

তার' পরে রহ সমুজ্জ্বল
নিত্যকাল হে অভয় মন্ত্রের অনল !

তব উচ্চারণ,
সর্ব্বক্ষণ তোমার স্মরণ
মুহূর্ত্তে করুক দূর যত মিথ্যা ভয়
অলীক সংশয় !
দুর্ব্বলের কানে কানে কহ অবিরাম,
"এ সংসারে ভয় করিবার
তাঁরে ছাড়া আর
নাহি নাহি তোর অধিকার !"

ব্রাহ্মণ

জাগো জাগো জাগো !
আজিকার সূর্য্যালোকে জাগো !
আগুর্জ্জর কামরূপ, হিমাদ্রি হইতে বঙ্গতটে
আজ তব আবাহন ওঠে,
ভারত জীবনরথ ভ্রষ্টপথ, রুদ্ধ তার গতি ;
হে সারথি, জাগো, জাগো, জাগো আজ !

শঙ্খ তব মগ্ন ধূলিতলে
শঙ্কা হরণের মন্ত্র তাহাতে ফুকার পূর্ণবলে,
ধূলিলীন তব ধ্বজপট
ভারত গগনতট আবরিয়া দাও উন্মোচিয়া ;
তারি তলে ডাকো সবে তোমার উদার শঙ্খরবে
ডাকো সবে ডাকো !
জাগো, জাগো, জাগো !

শতাব্দী নিঃশব্দে চলে শতাব্দীর পদচিহ্ন ধরি
কালের এ সমুদ্র সৈকতে ,
তার গতিপথে
কত সৃষ্টি, কত জয়, কত অভ্যুত্থান,
মানব জাতির অভিযান
নব নব সাধনার পথে।
তুমি শুধু গতিহীন
নিশি'দিন উদাসীন
বিস্ময়ে বিস্ফারি আঁখি হেরিতেছ মানবের লীলা
জীবন চঞ্চলা।
তুমি দিয়াছিলে ঋষি প্রথম মানব কর্ণমূলে
মহামন্ত্র আত্মবোধনের,—
'ক্ষুদ্র কেহ নাহি ধরণীতে'
প্রতি চিতে তাঁরি অধিষ্ঠান,
ভু বিমান তাঁহারি প্রকাশ।'

ভোগজীর্ণ দ্বিধাদীর্ণ জীবনেরে দেখাইলে পথ
উদার মহৎ ;
অনুর্ব্বর মরু প্লাবি শতধারে বহাইলে জ্ঞান গঙ্গোদক
বিশ্বের প্রথম ভগীরথ ;
বিক্ষিপ্ত মানবশিশু—ছন্দে তালে তাহারে বাঁধিলে
তব মন্ত্র বলে ;
জাগিল সে ধরাতলে উদার অখণ্ড গীতি সম
নীতিধর্ম্ম ঐক্যতানে দিব্য অনুপম
বিধাতৃর বিচিত্র বন্দনা।
নিষ্কাম সাধন পীঠ প্রতিষ্ঠিলে প্রতি গৃহতলে,
জাতির কল্যাণ যাগে
সর্ব্বস্ব আহুতি নিয়া দাঁড়াইলে সকলের আগে।

সে তুমি কোথায় আজ
ত্যাগমন্ত্র গীতার উদ্গাতা,
ভারতের জীবন বিধাতা ?
উপনিষদের ঋষি, কাশী কাঞ্চী প্রয়াগের ধাতা,
কোথা, তুমি কোথা ?
যে বৈভবে একদিন পরশ করনি ঘৃণাভরে,
আজি তারি দ্বারে
তাহারি প্রসাদ ভিক্ষু দাঁড়াইয়া শির করি নত
ভাগ্যহত ভিখারীর মত !
মানব সভ্যতা স্রষ্টা, মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির সন্তান
আত্মবিস্মৃতার অপমান

প্রতি পলে সহিতেছ অসহায় সম!
রজ্জুবদ্ধ করপুট শিরে হানি কহ বার বার
'নিয়তি দুর্ব্বার
তার পরে কারো নাহি হাত!'
নিয়তির অধিকার
আপনাতে আস্থাহীন চিরকাল মানে নতশিরে,
কর্ম্মে যার জাগে ভগবান
নিয়তির স্থান
তার কাছে কভু নাহি,—
নিয়তির গতি
নিত্য সেথা প্রতিহত
শৈলতটাহতা যথা নিদাঘের শীর্ণা স্রোতস্বতী।

জাগো, জাগো আজ!
ব্রহ্মবিজ্ঞানের জ্ঞানী, তপঃসম্পদের অধিরাজ,
সর্ব্বস্পৃহাতীত ধীর, কর্ম্মবীর জাগো ঝঞ্ঝাসম
জড়তায় মৃতপ্রায় এ জাতির ভবন প্রাঙ্গণে
প্রলয় গর্জ্জনে।
অভয়মন্ত্রের ঋষি ভয়াতুর এ জাতির কাণে
সহস্র বর্ষের অবসানে
শঙ্কা হরণের মন্ত্র অগ্নিচ্ছন্দে উচ্চার আবার!
কোটি কোটি চিত্ত বেদিকার
নিঃশিখ সে হোমানল হে ঋত্বিক্ জ্বাল পুনর্ব্বার

নব জীবনের মন্ত্রে, কর ভস্মকণা—
যত ভয় যত দৈন্য জড়তার যত আবর্জ্জনা!
শুভ্র শুচি সম্পূর্ণ জীবনে
জাগো পুনরায় তুমি ভারতের ভবনে ভবনে,
ধনদর্পিতের হর্ম্ম্যে, উপবাসী দীনের কুটীরে,
পতিত ব্রাহ্মণে জাগো, ক্ষত্রিয়ের ভয়ার্ত্ত অন্তরে,
জাগো রক্তপায়ী বৈশ্যে, উৎপীড়িত শূদ্রের হৃদয়ে
মূর্ত্তিমান্ ত্যাগের বিগ্রহ!
তোমার আসন পাতি লহ
আবার ভারত বুকে; প্রজ্জ্বলিত হোমানল মুখে
শতাব্দী সঞ্চিত দৈন্য হে ঋত্বিক্, দহ, দহ, দহ!

প্রলয় রূপ

তব জটাজূট
আজিকার মেঘরঙ্গে হেরি পরিস্ফুট।
একি তব কণ্ঠশোভী নাগনেত্র শিখা
মুহু মুহু আঁকি দেয় বিদ্যুতের লিখা
সকল আকাশে? ত্রাসে কাঁপে ত্রিভুবন।
সংক্ষুব্ধ নিশ্বাস সম উন্মাদ পবন
দিগ্বিদিকে ছুটে যায় তুলি হাহাকার!
উদ্দাম তাণ্ডবে একি গঙ্গাবারি ধার

জটা টুটি লুটি পড়ে সারা বিশ্বময় ?
জলদে ভৈরব ধ্বনি ঘোষিছে প্রলয় ?
অনন্ত অরূপ
সসীমে অসীম একি মিলায়েছ রূপ !
সুদূর অতি দূর হ'তে পরাণের পাশে
তোমার প্রলয় রূপ আপনা প্রকাশে।

গান্ধী

বর্ষের প্রথম দিনে আমার অঞ্জলি লহ আজ,
নিঃস্ব হ'তে নিঃস্বতম রাজচক্র মাঝে মহারাজ !
বজ্র বল ধর বুকে, অশ্রুজল তবু অনিবার
নিরন্ন দেশের তরে। আত্মপর নাহিক' বিচার
অন্যায়ে নির্ম্মম বিঁধে সমলক্ষ্য তব বজ্রবাণ,
আপনায় ও নাহি ক্ষমে ; রিক্ত সর্ব্ব মান অভিমান
তৃণ সম রহ নীচে, হিমাদ্রির মত সুমহান !
নৃত্য করে চারিপাশে বজ্রঝঞ্ঝা প্রেতের সমান ;
ঝঞ্ঝারোষে অপলক, মুহু বজ্রপাতে অবিদার,
আপনাতে সুপ্রতিষ্ঠ নরদেব অপূর্ব্ব উদার
দধীচি-প্রতাপে গড়া ! এ প্রভাতে স্মরি তব নাম
বর্ষের প্রথম গানে কবি তব রচিল প্রণাম।

১লা বৈশাখ, ১৩২৯।

রাণা প্রতাপ

যুগ যায়, যুগ যায়!
অনন্তের তরঙ্গ লীলায়
বুদ্বুদ সমান উঠে, মুহু মুহু গেল টুটে কত
কত রাজ্য, রাজা লক্ষশত;
জয়রব, অস্ত্র ঝনৎকার
সহিল না কালের ফুৎকার!
নিভে গেল নিশান্তের ক্ষীণতৈল মৃৎপ্রদীপ শিখা—
বিজয়ীর মিথ্যা অহমিকা,
কোহিনূর হোল চুর,
ময়ুর আসন সহিল না কালের শাসন!

যুগ যায়, যুগ যায়!
নিয়ে যায় আবর্জ্জনা প্রায়
কালের সে শতমুখী পৃথিবীর প্রাঙ্গণ হইতে
মণি রত্নে বর্ম্মে ঢাকা সহস্র সেবিত রাজদেহ,
হীরক খচিত রাজগেহ
তাসের প্রাসাদ সম কালের তুড়িতে উড়ে যায়।
মাত্র অবশেষ নাম—
বালকের কুতূহল, বিদ্বানের চর্চ্চার আরাম।
আর কিছু নাই।

বন্দীরা না গাহে স্তুতি, বন্দিনীরা নতি নাহি করে
রঙ্গিণীরা নৃত্যে নাহি ঘেরে সম্রাটেরে,
স্তব্ধ সব! শব্দহীন কালের সভায়
বিচার প্রার্থীর প্রায়
দলে দলে দাঁড়াইয়া মূককণ্ঠ মূর্ত্ত অত্যাচার,
জঘন্য লিপ্সার
যত ক্ষুদ্র বিগ্রহের দল,
কালের সে ভয়ঙ্কর ভ্রূকুটি সম্মুখে
কম্পমান, স্তব্ধ নতমুখে।

তার মাঝে, হে সন্ন্যাসী বীর,
তুমি ঊর্দ্ধশির!
মৃত্তিকা পিণ্ডের মাঝে স্যমন্তক সম দ্যুতিমান্
কাল সভাতল
করিয়া রেখেছ সমুজ্জ্বল।

একদিন যারা
বন হ'তে বনান্তরে খেদাইয়া, বার বার করি গৃহহারা
রণবলে ধনবলে চূর্ণিবারে চেয়েছিল
দুর্নিবার শকতি তোমার,
রাজ সম্পদের পণে কিনিতে চাহিয়াছিল
হে দরিদ্র, তোমার সম্মান,
কোথা আজ তাহাদের স্থান!
কোথা গেছে সে রাজ সম্পৎ?

অশ্ব গজ পদাতিক স্বর্ণময় লক্ষ রণরথ ?
কালের আবর্ত্ত মাঝে কোন দিন হারায়েছে পথ
বৈভবের তুচ্ছ ধূলিকণা—
স্মরণে আসে না।
শুধু রয়েছে জাগ্রৎ
আপন প্রভায় দীপ্ত দারিদ্র্যের সাধনা তোমার
সহস্র বিপ্লব অবহেলি।

একদিন কলঙ্কের ঘন মেঘস্তূপে
ভারতের ভাগ্যাকাশ আদি অন্ত ছিল আবরিয়া;
তূর্ণ বিদারিয়া
সে আঁধার, জেগেছিলে তুমি বজ্রশিখা—
আঁধার ভারত ভালে বহ্নিশুচি শুভ্র ললাটিকা!
বিলাসীর সুখ স্বপ্ন ভাঙ্গি রুদ্ররবে,
বজ্রানলে দগধিয়া নৃপতির রূঢ় অহঙ্কার,
শক্তির বিদ্রূপে বিঁধি
সর্ব্বত্যাগী তাপস আত্মার
জেগে ছিলে অম্লান প্রকাশ!
মদ গর্ব্বে আত্মহারা ভোগে অন্ধ বিলাসীর আঁখি
তোমারে নিরখি
মুহূর্ত্তে ঝলসি গেল। চারিদিক্ হ'তে
গ্রাসিতে গর্জ্জিয়া এল রাজবল, শতমুখ স্রোতে,
সে তরঙ্গাঘাতে অনধীর,
জলধির দীপস্তম্ভ সম ঊর্দ্ধশির

দাঁড়াইয়ে ছিলে মহাবীর,
ফেনায়িত অন্ধকারে বিচ্ছুরিয়া দিক্ দিগন্তরে,
জ্যোতিঃশিখা শুভ্র শুচিতম
অন্ধকারে লক্ষ্যহারা তরণীর দীপ্ত ধ্রুবতারা।

শুধু গিয়েছিল ভাসি
সে তরঙ্গ স্রোতোবেগে তব রাজভূষা, ধনরাশি
তোমার প্রাসাদ, দাস দাসী।
তোমারে স্পর্শেনি কেহ, হে সন্ন্যাসী, সর্ব্বকামনার
সকল বৈভব-ভস্মে অঙ্গরাগ রচি আপনার
প্রলয় তাণ্ডব মাঝে ছিলে বিরাজিত
চিদানন্দ ধূর্জ্জটির মত।
চারিধারে বিলাসের লালসার লীলা
তারি মাঝে মতি অবিচলা
দেশ মাতৃকার পায়ে রাখি
দুঃখ, দৈন্য, অনশন, অত্যাচারে নিয়াছিলে ডাকি
নিত্যকার সহচর রূপে!
হৃদয়ের রক্ত দিয়া যে লিখন গিয়াছিলে আঁকি
ভারতের ইতিহাসে, মুছিয়াছে সে কি
কালের করাল করলেপে?
সর্ব্ব সুখ ভোগেন্ধনে যে যজ্ঞ অনল জ্বলিয়াছে
একদিন হিন্দুস্থানে, এতদিনে সে কি নিভিয়াছে?
তোমার সে উদগ্র সাধনা,
সে কি ব্যর্থ হ'য়ে গেছে এ ভারতে হে প্রতাপ রাণা

নহে নহে নহে
ভারতের চিত্ত দ্বারে ঝঞ্ঝা সম আজ দেয় হানা
জীবনের সাধনা তোমার!
কোটিপতি আজ
হর্ম্ম্য ত্যজি নামি আসে চণ্ডালের কুটীরের মাঝে
লেশমাত্র নাহি মানে লাজ!
কুলবালা করে আলা কারার নিবিড় অন্ধকার;
বরপুত্র কমলার ভিক্ষাপাত্র করপুটে বহে,
হাসিমুখে অনশন সহে;
বালক ছুটিয়া আসি জননীর বাহুবন্ধ হতে
আঘাতের নীচে মাথা পাতে;
মায়ের পূজার অর্ঘ্য কুলী বহে নিয়ে আসে আজি
জীবনের মজুরীর পুঁজি;
ক্ষুধিত সহাস্য মুখে বহি আনে যে অন্নের গ্রাস
তার মাঝে তোমারি প্রকাশ!
আজ হেরি তোমার সাধনা—
ভারতের সর্ব্বজনে, কর্ম্মে জ্ঞানে মূর্ত্তিমান্
হে প্রতাপ রাণা।

আশ্বিন। ১৩২৮।

শক্তি

[শ্রীশ্রীচণ্ডী। উত্তর চরিতম্। একাদশোহধ্যায়ঃ
৮—২৮]

বুদ্ধিরূপে জাগ নিত্য মানবের হৃদয় সংস্থিতা
নমো নমঃ নারায়ণি, স্বর্গমুক্তি প্রদায়িনী মাতা!
প্রলয় মুহূর্ত্ত রূপে জগতের শেষ দিনে আসি
হে অনন্ত শক্তিরূপা, এ বিশ্বেরে ফেল তুমি গ্রাসি।
অখিল মঙ্গল বীজ সর্ব্বার্থ সাধিকা সুমঙ্গলা
অশরণে দেহ অভী! শক্তি তব অনন্ত বিপুলা
সৃজন পালন ধ্বংস—সকলের করে নিয়ন্ত্রণ;
সত্ত্বরজতম নিত্য তোমা হ'তে লভিছে স্ফুরণ।
চরণে শরণ মাগে—দীন আর্ত্ত সবে দেহ ত্রাণ
সকলের দুঃখ হর, নারায়ণি তোমারে প্রণাম!

কভু হংসরথ পরে ব্রহ্মাণীর মূরতি ধরিয়া,
কুশমুখে মন্ত্রপূত শান্তিবারি যাও বিকিরিয়া;
কখনও ত্রিশূল করে, ভালে ইন্দু কেশপাশে ফণী
বৃষভবাহন পরে রাজ তুমি শিবানী রূপিণী।
শিখিরাজ পরিবৃতা কভু তুমি পবিত্রা কুমারী;
কভু বিষ্ণুশক্তি রূপা শঙ্খচক্রগদাশৃঙ্গ ধরি;
কভু মহাচক্র ধর; প্রলয়জলধি জলতলে
মজ্জমান বসুধারে দংষ্ট্রামুখে তোল অবহেলে

বরাহের রূপধরি ; কভু দৈত্য-বিনাশ উন্মতা
মহোগ্র নৃসিংহ রূপে, ত্রিলোকের ত্রাণ সাধ মাতা।
সহস্র নয়নোজ্জ্বলা, কিরীটিনী মহাবজ্রধরা
কভু ইন্দ্রশক্তি রূপে জাগ তুমি, বৃত্রপ্রাণহরা।
ঘোররূপা মহাবলা, ভীমকণ্ঠ তুমি শিবদূতী
দৈত্যনাশ করি ফির। কভু গলে মুণ্ডমাল গাঁথি
দশনভীষণমুখী, মুণ্ডে মথ, চামুণ্ডা মূরতি।
মহাশক্তি মহাদেবি, নারায়ণি! তোমারে প্রণতি!

তুমি লক্ষ্মী, তুমি লজ্জা, মহাবিদ্যা, পুষ্টি তুমি ধ্রুবা!
স্বধা তুমি, মহারাত্রি, মহামায়া নমো নমঃ শিবা!
তুমি মেধা, তুমি বাণী, শ্রেষ্ঠা তুমি বৈভব রূপিণী,
শিবানী তামসী তুমি সনাতনী নমো নারায়ণি!
সর্ব্বরূপময়ী মাতা, সর্ব্বেশ্বরী, সর্ব্বশক্তিধাম
মুক্তি দেহ ভয় হ'তে, দেবী দুর্গে তোমারে প্রণাম!!
ত্রিনয়ন-জ্যোতি দীপ্ত তব সৌম্য প্রসন্ন আনন
সর্ব্বভূত হ'তে রক্ষি আমাদের করুক পালন!
অশেষ অসুরনাশ শূল তব প্রোজ্জ্বল করাল
ভয় হতে দিক্ ত্রাণ! দানবের তীব্র তেজোজাল
মুহূর্ত্তে করিল দূর তোমার যে ঘণ্টার নিঃস্বন
মাতৃসম সে মোদের পাপ হ'তে করুক রক্ষণ!
অসুরের রক্তমেদ-পঙ্কলিপ্ত দীপ্ত করতল
তাহাতে যে খড়্গ ধর, সে মোদের সাধুক মঙ্গল!

পতিত-মঙ্গল

মহারুদ্রের আসন টলেছে ভীম তাণ্ডব তাথৈ থৈ !
লাঞ্ছনা সহে সতীমাতা আজি, রক্ষিবে কেবা ? নন্দী কৈ ?
পিশাচ সঙ্গী কোথায় ভৃঙ্গী ? কোথা দুর্ম্মদ ভদ্রবীর ?
সঘনে গরজে শিবের বিষাণ মেল, আঁখি মেল, তোলহে শির,

আজিকে জীর্ণ কুটীর টুটিয়া বাহিরাও !
গিরি অরণ্য আঁধার ফুটিয়া বাহিরাও !
মাটির মানুষ, মাটির মানুষ জাগহে আজ !
রুদ্র-বিষাণ দুয়ারে ফুকারে করহে সাজ !

এস চণ্ডাল, এস সাঁওতাল, এস হে ভীল,
ব্রাহ্মণ আজি তোমাদের সাথে মাগিছে মিল ;
নগ্ন শবীর উন্নত শির সর্ব্বসহ
ঘোর দুর্দ্দিনে জীবনের পথে সঙ্গ লহ !

দুর্দ্দিন ঘন ঘনায়ে আসিছে জাতির শিরে,
নাহি নাহি পথ, চারিদিকে শুধু আঁধার ঘিরে,
মরণ-আঁধার গ্রাসিতে আসিছে কোথায় আলো ?
এসহে শূদ্র জাতির শ্মশানে মশাল জ্বালো !

কোথা কেদারের যমকিঙ্কর তোপের তোপী,
জাতির ধরম রাখিলে যাহারা জীবন সঁপি' ?

প্রতাপ রাজার রণদুর্ম্মদ দখিণ বাহু
চিরদিন কি গো গরাসি তোমারে রাখিবে রাহু ?

ক্ষত্র-শোণিতে রক্ত মিশাল যাদের পিতা,
নিল ভাগ করি এক গৌরব, একই চিতা,
কোথা গেল তারা, রাণা প্রতাপের মানের যাগে
জীবন আহুতি সঁপিল যাহারা সবার আগে ?

বীর শিবজীর কেতন-দণ্ড মাওলী কোথা—
মারাঠার নবজীবন-যজ্ঞে প্রথম হোতা ?
কোথা অতীতের পতিতের দল বজ্রবুকে
মাতা বহিনের ইজ্জৎ রাখে লাঠির মুখে ?

মাটির মানুষ, মাটির মানুষ জাগ হে আজ,
রুদ্র-বিষাণ দুয়ারে ফুকারে কর হে সাজ !

বন কাটি যারা গড়েছ নগর, জাগ হে তারা !
মরুরে করেছ শস্য-শ্যামল, জাগ হে তারা !
এস অতীতের বিরাট পতিত করমবীর
নব প্রভাতের অরুণ-উদয়ে উঠাও শির !

মাটির মানুষ, মাটির মানুষ জাগ হে আজ !
রুদ্র-বিষাণ দুয়ারে ফুকারে কর হে সাজ !

দেশবন্ধু

(১)

মধ্যাহ্নের দীপ্ত রবি অকস্মাৎ সম্বরিল জ্যোতি !
চক্রতলে শত্রুদলে বারম্বার মহারণে মথি
জয়শ্রীর পুরদ্বারে থামি গেল বিজয়ীর রথ !
বাসুকি নামাল ফণা ! টলমল সমগ্র ভারত !
দেশবন্ধু ! দেশবন্ধু ! সর্ব্বসুখ ত্যজি আপনার
কোটি কোটি নিরন্নের বিপন্নের কল্যাণের ভার
নিয়েছিলে নিজ শিরে—শত বিঘ্ন কণ্টকিত পথে
সে ভার বহিয়াছিলে স্মিতমুখে, অকুণ্ঠিত চিতে।
অবসাদে টল নাই, স্তুতিবাদে গল নাই ধীর,
অশনি উদ্যত হেরি তবু নত কর নাই শির,
ক্ষণতরে নামাওনি ভার। আজিকে জীবন দিয়া
সেবা-তপস্যায় গীতা স্বর্ণাক্ষরে গিয়াছ লিখিয়া।
কোটি নেত্র ঢালে অশ্রু কোটি কণ্ঠ করে হাহাকার
তারি সাথে হে সুব্রত ! শেষ অর্ঘ্য প্রদানি তোমার

(২)

বঙ্গবক্ষ-জলধিরে রাজদণ্ড মন্থিল যে দিন
সে দিন লভিনু তোমা ! মসীঘন আঁধার দুর্দ্দিন

রশ্মিজালে সচকিয়া দেখা দিলে শুভ্র অপরূপ
বঙ্গ জলধির নিধি, দেশবন্ধু, অম্লান কৌস্তুভ!
বাঙ্গলার কৌস্তুভ মণি! বৈকুণ্ঠের নারায়ণ-বুকে
লহনি তোমার স্থান! নিত্য নব বেদনায় দুখে
কোটি কোটি ম্রিয়মাণ বাঙ্গলার দীন নারায়ণ
তাদেরি হৃদয়ে তব চিরন্তন লভেছ আসন!
রাজভাগ্য লুটাইলে বাঙ্গলার পথের ধূলায়!
প্রাসাদ-বেষ্টন ত্যজি মুক্ত প্রান্তরের তরু ছায়
বাঁধিলে অন্তিম বাস! অন্নহীন সহস্রের সাথে
আসিয়া দাঁড়ালে পথে, ভাগ্যবান্ বন্ধু, রিক্ত হাতে।
ভেবেছ যাদের কথা, যাহাদের ব্যথার কাহিনী
বিশ্রাম দেয়নি দিনে, সুপ্তিহীন করেছে যামিনী
আজ আসিয়াছি তারা, হে বন্ধু, তোমার শ্রাদ্ধ দিনে
তোমারি পূজার লাগি বাক্যহীন অশ্রু নিবেদনে।

(৩)

জানি মোরা, জানি মোরা মোক্ষ তব পায়ে ধরি কাঁদে,
তোমার সঙ্গের লাগি স্বরগের দেবতারা সাধে,
বৈকুণ্ঠ খুলেছে দ্বার আজি তব অভ্যর্থন লাগি,
নিখিল অমৃতপুরী প্রতীক্ষায় রহিয়াছে জাগি,
সেথা মহা মহোৎসব। হেথা মোরা কাঁদি, শুধু কাঁদি,
স্মৃতিশেষ বন্ধুটিরে বার বার বুকে টানি বাঁধি
অশ্রুজলে হাহাকারে! আর্ত্ত কণ্ঠে ডাকি অনিবার
ফিরে এস, এস ফিরে! শোকাহত এই বাঙ্গলার

শ্যামাকে ফিরিয়া এস জননীর দুরন্ত দুলাল,
এই দৈন্য এই ভয় নিত্য এই বন্ধনের জাল
এই ক্রন্দনের মাঝে! জীবনে বেসেছ ভালো
যাহাদেরে আপনার জীবনের চেয়ে, ধর আলো
হে বন্ধু তাদের পথে! জীবনের প্রিয়তম ব্রত
পূর্ণ কর যুগে যুগে বাঙ্গলায়, স্বাগত! স্বাগত!!

গৃহছাড়ার গান

কিছু নাহি মানি।
অন্ধরাতে ছাড়িয়াছি ঘর—
শিলাপাত, বজ্রাঘাত, ঝঞ্ঝাবাত কারে নাহি ডর।
দিনক্ষণ দেখি নাই, পথের পাথেয় রাখি নাই,
রিক্তকরে গৃহ ছাড়ি লইয়াছি পথ,
চারিদিকে অসীম জগৎ,
ঊর্দ্ধে নীল অনন্ত বিমান
হেথায় নিয়েছি আজ স্থান।

আজ মোর নাহি ঘর—
দুনিয়ায় কারে নাহি ডর।

সিন্ধু-মরিৎ

জীবনের নিত্যকার ক্ষুদ্রতার অভিশাপ হ'তে
মুক্ত আমি—আজ মুক্ত আমি।
আজিকার দিন যামী
আমারি একান্ত আপনার;
আজিকার সূর্য্যালোক, আজিকার বিহঙ্গের গান
মেঘলেশহীন নীল বিরাট্ বিমান—
এ আমার বিধাতার দান।
শ্যাম শোভা এই বসুধার
আমারি ভোগের উপচার।
গিরিঅঙ্গ আঁকড়িয়া কলগানে চলে তরঙ্গিণী;
দক্ষিণ সমীর গাহে মর্ম্মর রাগিণী;
উল্লোলকল্লোল ভাষী অগাধ অবাধ পারাবার,
ঊর্দ্ধপানে জল মাগি মূক কণ্ঠে করে হাহাকার
তৃষাদগ্ধ সাহারার কোটি বালুকণা,
আজিকার শ্রান্তিহীন পিক—
এরা সব মোর বৈতালিক।

আমি রাজ্যেশ্বর,—
বন্ধুর হিমাদ্রি বক্ষে মোর সিংহাসন!
শিরে মম নীল নভে বিখচিত-চন্দ্রতারা চন্দ্রাতপ শোভে,
রাজছত্র ধরিয়াছে বৃদ্ধ বটতরু;
শস্যশ্যাম বসুন্ধরা, অনুর্ব্বর মরু
দিগ্বিদিকে আমার শাসন—

গৃহকারাগার হ'তে মুক্ত হ'য়ে আসিয়াছি আজ
আমি মহারাজ !

মহারাজ ! আমি মহারাজ !
এই মুক্ত বাতাসের, এই নীল আকাশের
এই শ্যাম বসুধার, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারকার
আমি রাজা, আমি অধিরাজ !
সংসারের অন্ধকূপ তেয়াগিয়া বাঁধিয়াছি ঘর
বন্ধহীন আলোকের মাঝে,
সর্ব্ব বেশভূষাহীন উদাসীন আমি গৃহহীন
সকল সরম ত্যজি দাঁড়ায়েছি মানুষের সাজে।

গৃহ ! তার কোন্ প্রয়োজন ?
কালের পলক এই গুটি কয় বৎসরের সমষ্টি কেবল
তারি তরে এত আয়োজন ?
তারি তরে বাসা বাঁধা ! অতি তুচ্ছ কামনার নাগপাশে
আপনারে বাঁধা !
মিথ্যা দুঃখ সুখ নিয়ে হাসা আর কাঁদা
দীনতার হীনতার জঞ্জালের স্তূপে
প্রতিদিন আপনারে ঢাকা !
বাহিরের আলোকের ভয়ে কীট সম আঁখি মুদে থাকা !

পলকে যা টুটে যায় মরণের চরণের ঘায়,
গতি যার মুহূর্ত্তে ফুরায়,

তাহারে বাঁচাতে হবে বালিকার পুতুলের মত
রুদ্ধ করি চতুঃসীমানায় ?
যায় যদি যাবে
আলোকের মাঝে সে ফুরাবে।
গৃহে নহে, গৃহে নহে, সংসারের অন্ধকূপে সহস্র কীটের মাঝে নহে,
যেথা জ্বলে রবি তারা কোটি কোটি স্বর্ণদীপ সম
সেই নভতলে,
শষ্পস্নিগ্ধ সীমাহীন ধরণীর কোলে,
অবাধ উদার সিন্ধুকূলে
জীবনে মরণে হবে নিবিড় প্রণয় ;
তারে কোন্ ভয়
জীবনের গতিপথে নিত্য যার সাথে পরিচয় ?
এই শেষ ! কিছু নাহি আর !
এই এক নিমেষের মাঝে
সকল আশার শেষ, সকল সংগ্রাম অবসান,
সর্ব্বভোগ পিপাসার চরম নির্ব্বাণ।
জীবনের প্রত্যহের শতবাহু বিচিত্র প্রয়াস
এরি মাঝে নিভে যায় লহমায় বুদ্বুদের পারা,
কল্লোলিত তরঙ্গিণী ধারা
মরুভূর বালুতলে ক্ষণ মাঝে হয় পথহারা !

*

মরণেই যদি শেষ, জীবনের এত কেন সাজ ?
এত ভয়, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, লাজ ?

এত ক্ষুধা ? এত তৃষা ? এত সাধ ? এত ভালবাসা ?
অনির্ব্বাণ আশা ?
দীনতার হীনতার ফাঁসে
আত্মহত্যা প্রতিদিন ধরি ?
কোনো প্রয়োজন নাহি। গৃহ থাক্ যেথা আছে পড়ি !
রন্ধ্রহীন বদ্ধবায়ু অন্ধকূপ আঁধি
তার মাঝে আপনারে বাঁধি
নিত্য মৃত্যু কে পোহাবে বল ?
গৃহের প্রাঙ্গণ শেষে মুক্তি আছে, এস সেথা চল !
তৃপ্তি আছে কামনার শেষে ;
অনন্ত জীবন আছে বাহিরের আলোকের দেশে
চল চল তাহার উদ্দেশে।

অর্ঘ ভিক্ষা *

তব লাগি সর্ব্ব-ত্যাগী, তব তরে যে রাজা সন্ন্যাসী ;
তব ভাগ্য-গগনের গাঢ়তম অন্ধকার রাশি
দূর করিবার তরে নীরবে পুড়িয়া হ'ল সারা
যে অমৃত প্রদীপের শিখা ; স্নিগ্ধ যে প্রবাহ ধারা
তৃষিত জাতির তৃপ্তি বুকে বহি ব্যাকুল প্রয়াসে
মৃত্যুর মরুর তলে আপনারে মিলাল নিঃশেষে।

* দেশবন্ধু স্মৃতি ভাণ্ডারের অর্থ সংগ্রহ উপলক্ষে রচিত।

তাহারি পূজার খালি বাঙ্গলার দ্বারে দ্বারে ফিরে
খোল দ্বার হে বাঙ্গালী, পাত্র ভর শ্রেষ্ঠ অর্ঘ ভারে।

অর্ঘ আনো! অর্ঘ আনো! মুক্তিকামী যে আছ যেথায়!
শঙ্খ ধ্বনে পূজারীর গৃহকোণে কে আজ লুকায়!
তীর্থকামী বাহিরাও যোগ দাও জাতির উৎসবে
বিত্ত নিয়ে কে রহিবি তীর্থকাল বহি যায় যবে?
আনো উপচার আনো! বাঙ্গলার হরিশ্চন্দ্র রাজা,
বাঙ্গলার দধীচির অর্ঘ আনো আজ তাঁরি পূজা!

শিশুর প্রতি

হে স্নিগ্ধ আসিলি যেথা, সেথা আছে বহু শোক জ্বালা
বহু দুঃখ নির্য্যাতন; অতি তীব্র হলাহল ঢালা
নিন্দুকে র নিন্দাবাণী, দ্বেষ হিংসা, মান অভিমান,
স্বার্থে স্বার্থে হানাহানি; হেথা তোরে নিতে হবে স্থান!
নিবি স্থান হিমাদ্রির মত! কারো ভয়ে কভু টলিবি না
বিদ্রূপের শিলাঘাতে গলিবি না, লোভে ভুলিবি না
আত্মদেবতার মর্য্যাদারে! তাঁর পাদপীঠ বিনা
কোথা নাহি হবি নতশির! এই জীবনের পথে
একান্ত বান্ধব জ্ঞানে কেবল সত্যেরে লবি সাথে।
সত্যে সর্ব্ব সমর্পণ। সত্য নিত্য, সত্য সনাতন
মিত্ররূপে প্রভুরূপে তারে শুধু করিবি বরণ!

সরিৎ

বাঙ্গলার পল্লী

আজি সে তটিনী তট নির্জ্জন, নীরব !
সে বকুল আজো আছে, আজো ডাকে পাখী,
বোঁটা হ'তে ঝরে ফুল ; আজো থাকি থাকি
বাতাসে কাঁপিয়া ওঠে শাখা পাতা সব !
যেথা ফুল ঝরি পড়ে, প'ড়ে থাকে সেথা,
অনাদরে ধূলিম্লান সেথায় শুথায় ;
নাহি আর মালা গাঁথা—মরীচিকা প্রায়
আনন্দ রূপিণী বালা আজ গেল কোথা ?

কে আর গাঁথিবে মালা ? কে পরিবে গলে ?
কেহ নাই ! কেহ নাই ! আনন্দ-উৎসবে
প্রীতিদান প্রতিদানে, হাসি কলরবে
জীবন গড়িত যারা, সব গেছে চলে !

পথে পথে শিবাদল ফিরে ধীরে ধীরে,
পেচক পড়িছে মন্ত্র শিবের মন্দিরে।

গাঁয়ের মায়া

(গান)

নদীর ধারা,   গাছের ছায়া
প্রবাসে মোর   মনের মাঝে
ঘনিয়ে তোলে   নবীন মায়া।
সকল ছাড়ি   ঝাঁপিয়ে পড়ি
নদীর বুকে   জুড়াই কায়া!

কিছু না চাই   কিছু না চাই!
ফিরে যদি   আজিকে পাই
স্নিগ্ধ শ্যামল   কোলটি তোমার
তবেই হবে   সকল পাওয়া!

ক্ষেতের ফসল

(গান)

ক্ষেতের ফসল ! ক্ষেতের ফসল ! তোমায় আমি বন্দি গো।
পৃথ্বী মায়ের বুকের ক্ষীর এ স্বরগ-সুধাগন্ধি গো।

আমার ক্ষেতের সোনার ফসল মন ভুলানো তোমার মায়া,
শ্রান্তিভরা দিনের শেষে চক্ষু জুড়ায় তোমার কায়া ;
সবুজ গাছের সোনার মুকুট শাওন হাওয়ায় দোদুল দোল
হাজার ব্যথায় অসাড় পরাণ তোমায় হেরে হয় বিভোল।

ক্ষেতের ফসল ... ...

কোজাগরে আমার ক্ষেতে লক্ষ্মীমাতা পাতেন পিঁড়ি,
চাঁদের আলোয় ঝল্‌সে মায়ের সবুজ শাড়ীর সোনার জরি ;
ভিজে হাওয়ায় চামর ঢুলায় শানাই বাজে বেণুর বনে,
শিশির মায়ের ধোয়ায় চরণ, শিউলী পূজার গন্ধ আনে।

ক্ষেতের ফসল ... ...

পোষের প্রাতে সর্ষে ক্ষেতের হলুদ সবুজ মোহন ছবি,
মৌমাছিদের মধুর গুঞ্জন পাখীর কূজন মধুর সবি ;
শিশির ধোওয়া যবের শীষে প্রভাত রবির আলোর চুমা,
সবুজ ! সবুজ শুধুই সবুজ ! সবুজ শোভার নাইক সীমা !

ক্ষেতের ফসল ... ...

ক্ষেতের ফসল! ক্ষেতের ফসল! দেহের শোণিত বাহুর বল,
বুকের সাহস, মনের আশা, আপন হাতের শ্রমের ফল।
আমার ক্ষেতের সোনার ফসল স্বরগ সুধায় চেয়েও মিঠা,
আমার ক্ষেতের ফসল সে যে মায়ের দেওয়া রতন মুঠা!
ক্ষেতের ফসল ... ...

চাই না তোমার রূপার চাকি—হাজার নতির মাসিক দাম,
প্রাণ দেবতায় বিকিয়ে শুধু শরীর ব'য়ে কোন্ আরাম!
ক্ষেত ভ'রে থাক্ ক্ষেতের ফসল! তোমায় শত নমস্কার,
সবল বাহু উঁচু মাথায় দেবের দেওয়া পুরস্কার!
ক্ষেতের ফসল ... ...

উপেক্ষিতা

এসেছিলে মোর দ্বারে বিনা নিমন্ত্রণে;
অর্ঘ বহি এনেছিলে তরুণ পরাণ,
আবরি কুসুম ভারে ও বর বয়ান
সমস্ত সঞ্চয় নিয়ে কুণ্ঠিত চরণে।

মুখ তুলে চাহি নাই, ধীরে গেছ ফিরে
ভূমিতে ঢালিয়া রাখি রক্ত পুষ্পভার;
আজো শুষ্ক পড়ে আছে দুটি পথতীরে
নির্ব্বাক অক্ষরে লেখা ব্যর্থ অভিসার!

বুকে কি গো বেজেছিল? কেঁদেছিলে প্রিয়া?
তখন বুঝিনি কিছু; আজ নভ-কূলে
তরঙ্গে তরঙ্গে মেঘ পড়ে উছলিয়া,
অশ্রান্ত বর্ষণে আজি নিখিল উথলে।
অশ্রু তোর ফুটে ওঠে হৃদয়ের পাতে
আজি ঘন বরষায় অন্ধকার রাতে।

বরষার স্মৃতি

মেঘমুক্ত জ্যোৎস্না সম
যেদিন পড়িলে লুটি অকস্মাৎ গৃহতলে মম,
বরষার নিশীথের ঘনকৃষ্ণ পক্ষ আবরণে
ধরণী আবৃত ছিল; ঝঞ্ঝা শুধু চঞ্চল চরণে
চীৎকারি ফিরিতেছিল দূর হ'তে দূর দূরান্তরে
অশ্রান্ত ঝরিতেছিল ধারা; ঘনকৃষ্ণ মেঘস্তরে
বিদ্যুতের খেলা মুহুর্মুহু।
বর্ষার সে রাতে
কবির ছিলনা ভাষা, স্তব তব পারিনি গাঁথিতে।
প্রভাতের সূর্য্যালোকে ছন্দে তোমা করিব আরতি
আশা রেখেছিনু মনে। অতি ক্ষুদ্র শ্রাবণের রাতি

না পোহাতে গেলে চলি নিশান্তের সুখস্বপ্ন সম;
সুখস্মৃতি শেল সম বিঁধে গেলে হৃদয়ে নির্ম্মম।
আজি সূর্য্যালোকে ভরা প্রভাতের নীলাকাশ তলে
ক্ষণিকের সাথী মম স্তব তব রচি অশ্রুজলে।

অতিথি

এসেছিলে যবে
কৃষ্ণকলিকার মত ভাদরের মৃদু মেঘরবে
সন্ধ্যাশেষে গৃহছাড়া পথচারী পথিকের সম
সঙ্গিহীন গৃহদ্বারে মম,

ভাবি নাই মনে
ক্ষণের অতিথি আসি সাথী হবে সমস্ত জীবনে,
আঁকি দিবে চিরতরে সুগভীর আঘাতের লিখা
ক্ষণিকের বিদ্যুতের শিখা।

রুদ্ধ বাতায়নে
তখন উন্মাদ বায়ু মাথা খুঁড়ি ফিরে ক্ষণে ক্ষণে
আকাশের বুক ঢাকা ছিঁড়ি কৃষ্ণ মেঘ-যবনিকা
উঁকি দেয় নক্ষত্র বালিকা;

আর কিছু নাহি
শুধু ক্ষিপ্ত সুপ্তিহীন ঝঞ্ঝা ফিরে রুদ্রতালে গাহি
নষ্টনীড় চাতকীর, ফুলঝরা কদম্ব শাখার
পশে কাণে তীব্র হাহাকার।

আভরণহীনা
তখন দাঁড়ালে আসি মৃদুপদে একান্ত মলিনা
দুয়ারের পাশে মম; কেশপ্রান্তে তখন তোমার
অনিবার ঝরে মুক্তাধার;
শ্রীঅঙ্গ কাঁপায়
বর্ষার পাগল বায়ু সোহাগের সহস্র চুমায়,
সারা শ্যাম তনু হ'তে জীর্ণ দীর্ণ আবরণ টুটি
অঙ্গরাগ উঠিতেছে ফুটি।

দীর্ঘ দুটি আঁখি
সাঁঝের নক্ষত্র সম স্পন্দহীন মোর মুখে রাখি
শেষশিশিরের শীর্ণ স্রোতস্বিনী সম স্নিগ্ধ স্বরে
সুধাইলে অতি ধীরে ধীরে,
"শুধু ঠাঁই মাগি
তব পাদপীঠ তলে বাদলের রাতিটার লাগি।"
কেবা তুমি, কেন এলে, না পুছিনু কহিনু আদরে,
"তুমি দেবী, আজি এ মন্দিরে।"

ঝর ঝর ঝর—
মেঘ-গিরিমালা ভেদি' পড়ে ঝরি অজস্র নির্ঝর,

সিন্ধু-সরিৎ

জললীলারত শত নভস্তলে চপলা বালার
হেমকুম্ভ ঝলে অনিবার।
ধীরে ধীরে ধীরে
স্নিগ্ধ করপুট খানি রাখি মোর রোগতপ্ত শিরে
সকল অঙ্গের জ্বালা সিক্ত কেশপাশে মুছি নিয়া
নতনেত্রে রহিলে চাহিয়া।

বাহুর বাঁধনে
ধরা দিয়েছিলে কিনা এতদিনে কিছু নাহি মনে,
আনন্দে আচ্ছন্ন ছিনু। আঁখি মেলি হেরিনু প্রভাত,
পোহায়েছে বরষার রাত!
আনন্দ উতল
বাহু প্রসারিতে হেরি হাহা করে শূন্য শয্যাতল,
প্রান্তে তার পড়ে আছে কটিচ্যুত কদম্বের মালা
যজ্ঞশেষ ক্ষীণ বহ্নিজ্বালা।

দূরে, অতিদূরে
কোথা গেলে জানিনা ক'পাব কি পাব না পুনঃ ফিরে,
চলে গেলে রেখে গেলে চিরদিন স্মরণের সাথী
সে দিনের বরষার রাতি।
অতিথি অজানা—
কোন্ স্বাতী নক্ষত্রের শুচি শুভ্র স্নিগ্ধ জলকণা
মরম শুক্তির মাঝে চিরবাস বেঁধে গেলে এসে
নিমেষের পরিচয় শেষে!

কতদিন হ'য়ে গেছে, সে মুকুতা জ্বলে আজো জ্বলে!
সুনিবিড় মেঘস্তূপ বৈশাখের সন্ধ্যাকাশ তলে
মনে আনে তব কেশপাশ!
আজি যে গরজি ওঠে চারিদিকে উতল বাতাস
সেও কহে সে দিনের কথা!
ক্ষণিকের পরিচয়ে চিরদিনকার পরিচিতা
হে অনিন্দ্যা অতিথি আমার,
আসন্ন বর্ষায় আজিকার
অন্তরের চির সাথী, মধুস্মৃতি তব অভিসার
মন ভরি তোলে বার বার!

অভিসার

সে দিনও আসিয়াছিলে এমনি সন্ধ্যায়
মধুস্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে, লাবণ্য লীলায়
সারা তনু তরঙ্গিয়া। স্বপ্নময় আঁখি
মূক আমন্ত্রণে মোরে নিয়েছিল ডাকি
তব পাশে ওগো প্রিয়া, দুটি পাণিতল
সঁপেছিলে মোর করে আবেশ বিহ্বল
চম্পকগুচ্ছের মত, বাঁধি নিলে মোরে
পেলব প্রসূন-ডোরে জীবনের তরে।
সে বন্ধনে বাঁধা প্রাণ। তবু কেন আজ
এই জ্যোৎস্না-বিলসিত নিদাঘের সাঁঝ

চিত্তের দুয়ারে কর হানে বারে বার !
আজি কি বিরহব্যর্থ বরষের শেষে
মলয় লুলিত স্নিগ্ধ উদাস প্রদোষে
আবার চম্পক গন্ধে নব অভিসার !

জন্মান্তের সাথী

তুমি কি গো ছিলে সাথী যুগ যুগান্তের
কর্ম্মক্লান্তিময় মম শত জন্মান্তের
অনন্ত শান্তির উৎস, শক্তি স্বরূপিণী
শোকখিন্ন পরাণের আনন্দ রূপিণী ?
সন্ধ্যালোকে পাশে বসি বুকে রাখি মাথা
তুমি কি শুনায়েছিলে আশার বারতা,
বাহুর বন্ধনে ঘেরি রক্ত ওষ্ঠপুটে
অজস্র চুম্বনমধু নিয়েছিলে লুটে ?

আজ আসিয়াছ বুকে এজনমে মম ;
অমৃতে এনেছ ভরি চিত্ত অনুপম,
প্রেমের আলোক ভরা নীল দুটি আঁখি
জন্মান্তপূর্ব্বের কথা বুকে দেছে আঁকি।
ধ্রুবতারকার মত জন্মে জন্মে মোর
পথ দেখায়েছে মোরে দুটি আঁখি তোর।

বর্ষায়

(গান)

নাম্‌ল ধারা,   নাম্‌ল ধারা
বর্ষা ধারা   উতল করা ;
নীল সায়রের   কূল ছাপিয়ে
বন্যা ছোটে পাগল পারা।

লতায় লতায় গাছে গাছে
আধফোটা ফুল ঝর্‌ল লাজে,
চাতকবধূ সকাল সাঁঝে
মেঘের গানে আপন হারা।

প্রথম চুমায় বধূর মত
শিউরে ওঠে কদম যত,
কৃষ্ণকলির আনন নত
ভ্রমর চুমে হ'ল সারা।

মাতাল বাতাস দোল্‌ দিয়ে যায়
গলাগলি লতায় লতায়।
কবির গাথা খাতার পাতায়
আঁখির নীরে হ'ল সারা।

শরতে

(গান)

একলা জাগি শূন্য ঘরে
পরাণ আমার কেমন করে।
চাঁদের আলো প্রিয়ার মত
লুটিয়ে পড়ে বুকের পরে।

সাদা মেঘের ঘোম্‌টা ফাঁকে
তারার আঁখি আমায় ডাকে,
তোমায় আঁখির কথা ভাবি
পরাণ আমার ওঠে ভ'রে।

সেই যে আঁখি, সেই যে চাওয়া,
সেই যে অলক দুলিয়ে যাওয়া
সকল স্মৃতি আজ এ রাতে
সুর দিয়ে যায় মনের তারে।

আজ্‌কে এস স্বপন মাঝে
স্মৃতির মধু, বধূর সাজে
আমার রোদন হৃদয় বেদন
সর্ব্বসাধন সফল ক'রে।

একা

(গান)

আমার খাতার পাতায় যত গান
তোমায় তারা ডাক্‌ছে দিনমান।
তবু প্রিয়া অনেক দূরে কেন,
কবির পরে এতই অভিমান ?

ফুল ফুটেছে আজ্‌কে গাছে গাছে,
দখিণ হাওয়ায় সবাই মেতে নাচে,
কিরণ ধারায় ধরার হোল স্নান।

আমিই শুধু শতেক যোজন দূরে
সঙ্গিহারা ভাস্‌ছি আঁখির নীরে
সবাই হাসে আমার কেবল আজি
ব্যথার পূজায় প্রাণের বলিদান।

বাদল রাতে

(গান)

তোমার কথা ভাব্‌ব বাদল রাতে,
এই ভাদরের স্নিগ্ধ সজল বাতে।

কালো মেঘে এই যে তড়িৎলীলা
একি তোমার কালো আঁখির জ্বালা ?
পরাণহরা তোমার নয়ন ধারা
জাগছে প্রাণে বৃষ্টিধারার সাথে।

আকাশ জুড়ে এই যে মেঘের রাশ
একি তোমার কালো অলক পাশ ?
রিম্‌ ঝিম্‌ এই বাদল ধারার গান
মিলল কি ওই নূপুর ধ্বনির সাথে !

দেহের সীমা ছাপিয়ে উঠে রূপ
ভুবন ভরে ফুটল অপরূপ,
আজ বরষা ধন্য হল ডুবে
আমার প্রিয়ার রূপ মাধুরীর স্রোতে

২০শে ভাদ্র, '২৮

বাপীতীরে

ভালোবেসেছিলে মোরে
হে অপরিচিতা প্রিয়া, স্নিগ্ধ বাপীতীরে
সায়াহ্নের শীতল সমীরে !

ওগো প্রিয়া, ওগো প্রিয়া !
গৃহহীন বন্ধুহীন আর্ত্ত অতিথিরে
সারাটি হৃদয় দিয়া
তুমি ভালোবেসেছিলে সেই বাপীতীরে।

তোমারে হেরিনি কোনো দিন ;
ছিনু দূর প্রবাসের রুদ্ধ কক্ষে বুক বদ্ধ ব্যথা,
যৌবনের ক্ষুব্ধ ব্যাকুলতা,
মনের মাঝারে মগ্ন নিত্য উদাসীন।
তুমি ছিলে ছায়াস্নিগ্ধ পল্লীকুটীরের
নিভৃত আশ্রয় মাঝে প্রতি দিবসের
শতকর্ম্মরতা
অসীম যৌবন ভারে অতি সঙ্কুচিতা।

পথ ভুলে এসেছিনু সেই বাপীতীরে,
নিশীথের আসন্ন তিমিরে
মিশে গিয়েছিল যেথা নীরে আর তীরে।
ঘাটে জল করে ছল ছল,
কাহার চরণস্পর্শে সে আজি চঞ্চল !
আঁখি তুলি হেরিনু তোমারে !

সিন্ধু-সরিৎ

সন্ধ্যা কি তোমার অঙ্গে পেতেছে আসন
সাঁঝের তারার মত তোমার নয়ন
স্থির শান্ত চেয়েছিল মোর মুখ পানে!
হে সুন্দরী, আত্মহারা কি মোহের টানে
চেয়েছিনু তব মুখে সেই সন্ধ্যালোকে
ব্যাকুল বিস্মিত আমি বিহ্বল পুলকে!

ক্ষণিকের পরিচয়! তবু মনে হয়
যেন আমি বুঝি তব নয়নের ভাষা,
হৃদয়ের আশার পিপাসা;
যেন যুগ যুগ হ'তে ওই তব নয়নের বাণী
আমার প্রাণের কাণে ক'য়ে গেছে কথা!
প্রবাসের গভীর নিশায়
শ্রাবণের ক্ষিপ্ত সিক্ত বায়
আমারে জানায়ে গেছে তোমার বারতা!
যেন তব পুষ্পিত যৌবন
অলক্ষিতে মোর ছন্দে পেতেছে আসন!

ভাদরের অশ্রান্ত বর্ষণ
হৃদয়ে বহায়ে গেছে অনন্ত প্লাবন,
সেথা কি গো তোমার নয়ন
জেগেছিল শুভ্র স্থির নক্ষত্রের মত
করে গেছে অশ্রু বরিষণ!

আজ ভ'রে গেছে সাঁঝ তরল তিমিরে ;
তেমনি ফুটেছে তারা
কোকিল দিতেছে সাড়া
বেদনার সুরে।
রুদ্ধ কক্ষে সঙ্গিহীন বসে আজ ভাবি ;
নাহি বাপী, নাহি তীর
নাহি নীবর সুগভীর
তরঙ্গে অথির।
তুমি দূরে দূরে বহুদূরে,
তবু মনে হয় প্রিয়া সারাটি হৃদয় দিয়া
তুমি ভালোবেসেছিলে মোরে
হে অপরিচিতা প্রিয়া স্নিগ্ধ বাপীতীরে।

অনেকদূরের দেশে

(গান)

আছ অনেকদূরের দেশে,
আছ অনেকদূরের দেশে।
আমি জানি গো তা জানি
সেথা সবুজ বেণুবনে ঘেরা তোমার কুটীর খানি

সিন্ধু-[illegible]

ফোটে যুঁই চামেলি কৃষ্ণকলি
ওঠে হাজার পাখীর কল কাকলী
রাতের আঁধার শেষে
ও সে—অনেকদূরের দেশে।
সেথা—ফুলের গন্ধে পাগল পারা
বেণুবনের গানে ভরা
সারাদিনের দখিন হাওয়া
লাগে অলক পাশে।
ও সে—অনেকদূরের দেশে।

সারাদিনের কাজের শেষে
ঘাটপৈঠায় ব'সে,
তোমার শ্রান্তি-শিথিল তনু হতে
আঁচল পড়ে খ'সে,
তোমার পিঠের পরে এলিয়ে পড়ে
কালো চুলের রাশি,
সেথা পড়ে চাঁদের হাসি ;
পড়ে—তরুণ বিধুর কনক কিরণ
তোমার সারাবুকে,
তোমার অশোক-রাঙা মুখে
তোমার কাজল-কালো চোখে
তোমার পিঠের পরে ছড়িয়ে পড়া
নিশীথ-কালো কেশে,
ও সে অনেকদূরের দেশে।

আজকে সাঁঝে যে বায়ু যায় বহি
কাণের কাছে অর্থহারা
শন্ শনিয়ে অস্ফুট ভাষা কহি
মনে বুঝি এখন সে জন যাচ্ছে তোমার পাশে
তোমার অনেকদূরের দেশে।
আজকে যে চাঁদ নীল আকাশে ভাসে,
জানি সে জন তোমায় ছুঁয়ে
আপন জনম ধন্য মানি হাসে;
মোর আঙিনায় বকুল শাখায়
শিশির মাখা পাতায় ঢাকায়
সে পাখীটি লভল এসে স্থান।
জানি মনে সে তোমারে শুনিয়ে এল গান
দেখে—বড় কাঁদন আসে
আমার—নয়ন জলে ভাসে
আমিই শুধু রইনু একা
অনেকদূরের দেশে
বাঁধা—হাজার বাঁধন পাশে।

নীরব সুরের মালা

(গান)

বলতে কথা বেধে গেল হাজার বার।
কতই কথা ছিল পরাণ ভরি
ফুটতে গিয়ে ফুলের মত পড়্‌ল ঝরি ঝরি
ও সে বাদল সাঁঝের কৃষ্ণকলির মত
ফুটতে গিয়ে পড়ল ঝরি ঝরি,
ব্যকুলতায় মনের কথার ছিঁড়ল হার
আথর গুলি ধুয়ে দিল নয়ন ধার,
বলতে কথা বেধে গেল হাজার বার।
পেতে ছিলাম কান
প্রথম যখন তোমার বীণায় উঠল ভোরের তান,
আমি পেতে ছিলাম কাণ;
হাজার ব্যথার ক্ষতে আমার রক্তঝরা প্রাণ
মুক্ত করে দিয়েছিলাম আকাশ তলে
ধরা পড়ব বলে
তোমার সুরের মোহন জালে।
তুমি রচলেনাক' জাল (তোমার সুরের গো)
তুমি গাঁথতে গেলে সুরের মালা বাঁধবে বলে
আমায় বাঁধবে বলে (সুরের মোহন মালা)

টানতে গিয়ে কোমল নিখাদ ছিঁড়ল তার।
ও যে সুর ফুটতে গিয়ে টুটল' তার .
সেই নীরব সুরেই বাঁধা প'লাম গো
প্রিয়ার কোমল বাহু দুটির মত
বাঁধল আজি বাঁধল মোরে আজি
তোমার নীরব সুরের গাঁথা হার।

২৮শে ভাদ্র ১৩২৮

বিবাহের আদি অন্ত

(১)

ঢাক ঢোল গণ্ডগোল!
মালা কোথায়? বাজা শানাই!
নিধু নাপিত? নাই বুঝি সে—
ডাক্‌রে কানাই!
উলু দেরে বাজা শাঁখ—
সময় হলো পাল্‌কী ডাক!
ভোঁপর ভোঁ টোপর খো!

(২)

ছাদলা-তলা— কলার ঝাড়,—
চুড়ীর চমক, জরির পাড়,

নথ নোলকে চন্দ্রহারে,
গ্যাসের আলো মলিন করে।
চেলীর সাড়ী— বরের পিঁড়ী,
পুরুত ঠাকুর, সমস্কিড়ি—,
'সাভরণাং' "সম্প্রদদে"—
"প্রবরস্ত—' 'দক্ষিণা দে।'

(৩)

বাসর ঘর— শাড়ীর মেলা,—
হাসির বাঁশী, চোখের জ্বালা,—
মস্ত থালা— মোণ্ডা লুচি,
খিলির মাঝে খোলার কুচি।
"গান গাও না" "নেই যে গলা"—
"দে-সই তবে— কর্ণ মলা—
বৌয়ের হাতে।" "বৌটি কৈ ?"
লাল গরদের পুঁটলী ঐ।

(৪)

ফুলশয্যা কত লজ্জা!
হায়রে হায় বৌ না চায়!
সাধ্য সাধা— টুটল বাধা!
কাঁকন চুড়ী ঠুন্ ঠুন্ ঠুন্
ফিস্ ফাস্ আর গুন্ গুন্ গুন্!
গোপন ঘরে নেই কো নি
জানলা পাশে কাণের সিঁধ।

(৫)

যাচ্ছে বছর গুটি গুটি
ক্রমে ক্রমে একটি দুটি
চ্যাঁ ! ভ্যাঁ ! আঃ দুধ যে চায়'!
ছিঁড়্ছে খাতা যাই কোথায় ?
'চুপ করোনা ঘুমোয় মোটু !'
খট্‌র খট্ আসচে ছোটু !
ফেল্‌লে দোয়াত ! রাখ রে রাখ !
বাপ্‌রে বাপ্ ডাক্‌রে ডাক্

(৬)

প্রজাপতির পুরস্কার
এলাম তবে নমস্কার !

মেসের চিঠি

প্রিয়বরেষু,

আমা কাছে আস্‌তে চাইছ ভাই,
সেটা আমার গৌরবেরই কথা ;
কিন্তু একটা কথা বল্‌তে চাই,
এখানে নেই তেমন মধুরতা।

মলের মোটেই নেইক' রুণু ঝুণু
চাবির গোছা টুং টাং না বাজে,
প্রিয়ার স্বরের মন মাতানো বেণু
দেয়না আওয়াজ বদ্ধ ঘরের মাঝে।

সিন্ধু-সারিং

টেবিল ভাঙ্গা, একটি ধারে তার
　　কালীর দোয়াত উল্‌টে প'ড়ে আছে
ম্লান হ'য়েছে নীল পেন্সিলটার
　　'ফাউণ্টেনে'র কালো কালীর মাঝে ।

লেপের তলে বিড়াল আছে শুয়ে,
　　বিমের উপর চড়ুই বাবুর বাসা ;
সারাদিনটা কিচির মিচির নিয়ে
　　স্ত্রী পুরুষে সময় কাটান খাসা।

চিম্‌ণী ভাঙ্গা, বদলায় বা কে তা ?
　　ইঞ্চি খানেক পল্‌তে আছে বাকী ;
ম্যাচ্ খুঁজ্‌তেই ঘুরে যায় এ মাথা
　　হায়রে বরাৎ ! কোথায় যে কি রাখি !

ব্রাকেট আছেন একটি ধারে ঝুলি,
　　বাতগ্রস্ত বুড়ো রোগীর মত
গায়ে জড়িয়ে জামা কাপড় গুলি—
　　তাদের যে গুণ তাই বা বলি কত !

কোনটির বা বোতাম নেইক' মোটে,
　　কারো হাতার মাঝখানটাই ছেঁড়া ;
দৈবক্রমে বোতাম যদি জোটে,
　　স্থচ খুজ্‌তেই সকাল বেলা সারা !

পেটে অন্ন দিতেই হয় তা জানো—
    ন'টা বাজ্‌তেই লম্ফ দিয়ে উঠি
"হরি! ত্বরিৎ তেলের বাটি আনো!"
    আবার কোথায় গেল চটির পাটি!

"ওরে গাম্‌ছা! কাপড় খানা দেরে!"
    "দিচ্ছি বাবু।" "দিচ্ছি ওরে গাধা!"
"শীগ্‌গির দে! শীগ্‌গির নিই সেরে
    জল যে ঠাণ্ডা মাথায় লাগায় ধাঁধাঁ।

এমনি ক'রে সাঙ্গ স্নানের পালা
    তারপরে ভাই, খাওয়ার কথা বলি
সাম্‌নে যখন আসে ভাতের থালা
    সাধ হয় যে দু'হাত দিয়ে গিলি!

লক্ষ্মী বিরূপ! কান্না পায় যে ভাই,
    ডাল দেখ্‌লেই আৎকে ওঠে প্রাণ!
ঝোলের বাটি—মাছ খুঁজে না পাই,
    মাছের জলে বেগুণ বলিদান!

* * * *

শুন্‌লে তো সব? আছেন যিনি ঘরে
    বারেক তাঁরে শুনিও প'ড়ে চিঠি,
আস্‌বে চলে এইটি শেষের কথা—
    অতঃপর ও পাও যদি ভাই ছুটি!

বিগত

যারা যায়, তারা নাহি আসে,
নাহি আসে, তারা নাহি আসে।
প্রভাতের অরুণ আলোকে
হেসেছিল যাহারা পুলকে,
যারা সব গেয়েছিল গান,
মধ্যাহ্নের নীরবতা মাঝে
প্রাণ আজি তাহাদেরে খোঁজে
কোথা তারা ? মেলে না সন্ধান !

ফিরে নাহি আসে—নাহি আসে,
যারা যায়, তারা নাহি আসে—
জ্যোৎস্নার প্রথম চুম্বনে
যে কুসুম ফুটেছিল বনে,
নিশান্তে সে গিয়েছে ঝরিয়া ;
প্রভাতের রবিকরে নেচে
একবার যে ঢেউটি গেছে
সে কি আর আসিবে ফিরিয়া !
সে কুসুম ফুটিবে কি আর ?
সে ঢেউ কি ফিরিবে আবার ?

সমাপ্ত